2 8 NOV 1992

দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 8 NOV 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

26

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান

শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সঙ্গে জীবন–জীবিকার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কর্মসংস্থানের বিশেষত চাকরির কোনো সম্ভাবনা ও নিশ্চয়তা না থাকলে শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ লাভের ব্যাপারেও উৎসাহে ভাটা পড়া অস্বাভাবিক নয়, যা কারও কাছে কাম্য হইতে পারে না। এমনকি, ছাত্র ও প্রশিক্ষণার্থীর অভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধও হয়ে যেতে পারে। কেননা, ছাত্র না থাকলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রাখাই অর্থহীন।

১৯৬৬ সালে স্থাপিত দেশের ৫২টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ছাত্রের অভাবে বন্ধ হবার পথে বলে গতকালের দৈনিক বাংলার এক খবরে জানা গেছে। এতে বলা হয়েছে যে, কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এসব প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কোর্সে শিক্ষাদান শেষে সনদপত্র দেয়া হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে চাকরির কোনো নিশ্চয়তা না থাকায় কেউ আর এসব কেন্দ্রে ভর্তি হতে ইচ্ছুক নয়। বস্তুত, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সজ্জিত এতগুলি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলে বিরাট ক্ষতি। এতকাল ধরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে টিকে আছে সেও এক প্রশ্ন বটে।

শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সঙ্গে চাকরি লাভের এবং অন্যান্য কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা থাকা কতটা প্রয়োজনীয় ও জরুরি তা উল্লেখিত ঘটনা থেকেও স্পষ্ট। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আর লক্ষ্য অবশ্যই মেধা, প্রতিভা ও কর্মশক্তির বিকাশ সাধন, নানা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন। কিন্তু জীবন–জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি আর চাকরির নিশ্চয়তা বিধানও অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষা হোক আর বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণই হোক, এসবের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের আগে অবশ্যই জীবন–জীবিকার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ও চাকরির নিশ্চয়তার ব্যাপারটা বিশেষভাবে ভাবতে হবে। এমনভাবে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সে সুযোগ সৃষ্টি করাই এখন সবচেয়ে জরুরী। তাই দেশীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চাকরিই যে জীবন–জীবিকার একমাত্র উপায় বা অবলম্বন নয়, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমেও যে বাঁচা যায়–এই শিক্ষায়ও প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শুধু প্রশিক্ষণ আর সনদপত্রই জীবিকার জন্য যথেষ্ট নয়। এই সত্য মনে রেখেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।